“সাংসদ” ও “উপজেলা চেয়ারম্যান’কে বলছি
নবীঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করুন

শাহাবুদ্দিন শুভ

আমরা কিছু স্বপ্ন দেখি কিন্তু সেই স্বপ্নগুলোর অপমৃত্যু আমাদের চোখের সামনে হয়। তা মেনে নিতে খুব কষ্টও হয়। বাঙ্গালীরা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে আমিও তাদের একজন তাই আবার ও নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করি। স্বপ্ন দেখি আমার বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়া এশিয়ার অন্যতম গ্যাস ফিল্ড বিবিয়নার গ্যাস পৌচেছে নবীগঞ্জের ঘরে ঘরে। সেই গ্যাস দিয়ে রান্না করছেন আমাদের মা ও বোনেরা। চুলায় আগুন জ্বালানোর জন্য তাদের চোখ দিয়ে আর পানি ঝড়ছে। গ্যাসের সিলিন্ডার অথবা লাকড়ির জন্য ব্যাস্ত হতে হচ্ছে না আমার বাবাকে। নবীগঞ্জে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা হচ্ছে সেখানে কাজ করছে আমাদের ভাইয়েরা

বিবিয়ানার গ্যাস নিয়ে আমি নতুন করে স্বপ্ন দেখি। এই গ্যাস আমাদের নবীগঞ্জের সবার ঘরে ঘরে পৌছাবে। এলাকার মানুষ যে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন পূরণও হবে। কারণ সংসদ নির্বাচনের আগে হবিগঞ্জ (নবীগঞ্জ- বাহুবল) সাংসদ সাবেক মন্ত্রী আলহাজ্ব দেওয়া ফরিদ গাজী এমপি বলেছিলেন তিনি নির্বাচিত হলে ৬-৯ মাসের মধ্যে মাসের মধ্যে নবীগঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন (পত্রিকাতে দেখেছি)। গ্যাসের জন্য যত গুলো আন্দোলন হয়েছে তার প্রত্যেকটি জড়িত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলার বর্তমান চেয়ারম্যান দেওয়ান গোলাম সরোয়ার হাদি গাজী। নবীগঞ্জের পৌর মেয়র অধ্যাপক তোফাজ্জল ইসলাম চৌধুরীর। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সর্ব সাধারণ কাজ করেছেন গ্যাসের জন্য। একটি উপজেলার এত সব মানুষের প্রচষ্টা কি করে বৃথা যাবে? যারা আগে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা আবার নতুন করে উদ্যেগ নেন আমরা আছি আপনাদের পাশে।

যখন নবীগঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবারহের দাবীতে হরতাল অবরোধ ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। তখন হবিগঞ্জ জেলার যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা সিলেটে পড়ালেখা করি তারা নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে একটি সংগঠন গঠন করি ”নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ ছাত্র-ঐক্য পরিষদ” নামে যারা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দায়িত্ব পালন করি আমি। নবীগঞ্জের যে স্থানে যখন গ্যাসের জন্য আন্দোলন করা হয়েছে তার সবকটিতে অংশগ্রহণ করেছি নিয়মিত । সংগঠনের পক্ষ থেকে সিলেটে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন সহ মানব বন্ধন কর্মসূচি করা হয়। যাতে ১৯৭০ সালের নির্বাচিত এমপি আব্দুল আজিজ চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী আলহাজ্ব দেওয়ান ফরিদ গাজী , নবীগঞ্জ উপজেরার বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার হাদি গাজী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রয়াত হাবিবুরর রহমান সহ হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্ধ ও শত শত ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের কাছে সরাসরি স্মারক পত্রও দিয়েছিলাম নবীগঞ্জের গ্যাসের কথা উল্লেখ করে। তার পরও আমাদের পাওয়া হয়নি গ্যাস। আজও আমাদের মা বোনদের চুলা জ্বালাতে হয় সিলিন্ডারের গ্যাস অথবা লাকড়ি দিয়ে। অথচ আমাদের গ্যাস আমাদের বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আলোকিত করছে দেশের অনান্য জেলাকে। আমাদের গ্যাসে দেশের অন্যস্থানের বড় বড় কলখারখানার চাকা ঘুরে কিন্তু হবিগঞ্জে স্থাপন করা হয়নি কোন কারখানা। ঘুরে না কোন বড় মেশিনের চাকা!

আর আমার মনে হয় যারা আগে গ্যাসের জন্য আন্দোলন করেছিলেন তাদেও একজন বর্তমান সাংসদ সাবেক মন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং তার দল বর্তমানে সরকারে। আর তিনি নির্বাচনের পূর্বে যেহেতু প্রতিশ্র“তি দিয়েছিলেন তা পূরণ করা দরকার। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সহজে করা যাবে। অন্যদিকে গ্যাসের আন্দোলনে গোলাম সরোয়ার হাদিগাজীও ছিলেন আপোষহীন তিনি বর্তমানে উপজেলার চেয়ারম্যান তিনিও আসাকরি বর্তমান সাংসদেও সাথে একযোগে কাজ করবেন গ্যাসের জন্য। গ্যাসের জন্য নবীগঞ্জে যে আন্দোলন হয়েছিল সেগুলোর মত যদি আবার কোন উদ্যোগ নেওয়ার দরকার মনে করা হয় তবে আমরা ”নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ ছাত্র-ঐক্য পরিষদ” নবীগঞ্জের গ্যাসের দাবিতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাতে পূর্ণ সর্মতন জানাব। আমরা চাই না আমাদের গ্যাসের দাবি পূরণ না হয়ে প্রতিশ্র“তির ফাইলে বন্ধি থাকুক। আমরা চাই নবীগঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস এবং গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা।

লেখকঃ
সাংবাদিক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
”নবীগঞ্জ-হবিগঞ্জ ছাত্র-ঐক্য পরিষদ”
সিলেট
মোবাইল -০১৭১৬১৫৯২৮০